হোমিওপ্যাথিতে মায়াজমেটিক মেটেরিয়া মেডিকা

"দুগ্ধপোষ্য
শিশুর রোগে
মাতাকে ঔষধ
খাওয়াতে হবে"
"হ্যানিম্যান"

ডাঃ মোঃ মোস্তফা

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রধান মায়াজমেটিক ঔষধ

Main Miasmatic Medicine

ঔষধের নাম	পৃষ্ঠা
প্রধান মায়াজমেটিক ঔষধ	১১-১৩
আর্সেনিকাম আয়োডেটাম	১৪-১৮
আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম	১৯-২৬
কষ্টিকাম	২৭-৩১
ক্যালকেরিয়া কার্বনিকাম	৩২-৪০
ক্যালকেরিয়া ফসফরিকাম	৪১-৪৫
ক্যালি কার্বোনিকাম	৪৬-৫২
গ্রাফাইটিস	৫৩-৫৭
ফ্লুরিক এসিড	৫৮-৬৩
থুজা অক্সিডেন্টালিস	৬৪-৬৯
ফসফরাস	৭০-৭৭
লাইকোপডিয়াম	৭৮-৮৬
ল্যাকোসিস	৮৭-৯৩
নাইট্রিক এসিড	৯৪-৯৯
নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম	১০০-১০৭
নেট্রাম সালফিউরিকাম	১০৮-১১৪
ব্যারাইটা কার্বনিকাম	১১৫-১২২
মার্কিউরিয়াস	১২৩-১৩০
স্ট্যাফিসেগ্রিয়া	১৩১-১৪০
সালফার	১৪১-১৬১
সাইলেসিয়া	১৬২-১৬৯
সিপিয়া	১৭০-১৭৬
হিপার সালফার	১৭৭-১৮৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

নোসড্‌স ঔষধ

Nosodes Medicines

ঔষধের নাম	পৃষ্ঠা
নোসড্‌স ঔষধ	১৮৫-১৮৬
কার্সিনোসিনাম	১৮৭-১৯৭
টিউবারকুলিনাম	১৯৮-২০৭
ল্যাক ক্যানাইনাম	২০৮-২১৩
পাইরোজিনাম	২১৪-২১৮
মেডোরিনাম	২১৯-২২৭
সোরিনাম	২২৮-২৩৩
সিফিলিনাম	২৩৪-২৩৯

তৃতীয় অধ্যায়

অপর মায়াজমেটিক ঔষধ

Other Miasmatic Medicines

ঔষধের নাম	পৃষ্ঠা
অপর মায়াজমেটিক ঔষধ	২৪০-২৪২
অরাম মেটালিকাম	২৪৩-২৪৬
আয়োডিয়াম	২৪৭-২৫১
আর্সেনিক এল্বাম	২৫২-২৫৬
এন্টি মনিয়াম ক্রুডাম	২৫৭-২৬১
এমোনিয়াম কার্ব্বনিকাম	২৬২-২৬৫
কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম	২৬৬-২৭১
ক্যালি-আইওডেটাম	২৭২-২৭৫
ক্যালি-ফসফরিকাম	২৭৬-২৮২
ক্যালি-বাইক্রোমিকাম	২৮৩-২৮৬
ক্যাল্কেরিয়া-সালফিউরিকা	২৮৭-২৯২
কার্বো-ভেজিটেবিলিস	২৯৩-২৯৮
কার্বো এনিমেলিস	২৯৯-৩০২
কাস্থারিস	৩০৩-৩০৬
ক্রিয়োজোটাম	৩০৭-৩১০
গুয়েইকাম	৩১১-৩১৪
ডালকামারা	৩১৫-৩২০
পডোফাইলাম	৩২১-৩২৪
পেট্রোলিয়াম	৩২৫-৩৩০
বোরাক্স	৩৩১-৩৩৩
বিউফো-রানা	৩৩৪-৩৩৮
মেজেরিয়াম	৩৩৯-৩৪২
ম্যাগনেশিয়া কার্বনিকা	৩৪৩-৩৪৫
লিডাম প্যালাষ্টার	৩৪৬-৩৫০
কাইটোলক্কা	৩৫১-৩৫৪
ফসফরিক এসিড	৩৫৫-৩৫৮
ফেরাম-মেটালিকাম	৩৫৯-৩৬৩
নেট্রাম-আর্সেনিকোসাম	৩৬৪-৩৬৮
নেট্রাম-কার্বনিকাম	৩৬৯-৩৭২
স্যানিকিউলা একোয়া	৩৭৩-৩৭৬
সালফিউরিক এসিড	৩৭৭-৩৮১

চতুর্থ অধ্যায়

তরুণ রোগের ঔষধ

Acute Disease or Non-Miasmatic Disease

ঔষধের নাম	পৃষ্ঠা
তরুণ রোগের ঔষধ	৩৮২-৩৮৪
আর্নিকা মন্টেনা	৩৮৫-৩৮৭
একোনাইটাম নেপিলাস	৩৮৮-৩৯০
এপিস মেলিফিকা	৩৯১-৩৯৩
এনাকার্ডিয়াম ওরিয়েন্টাল	৩৯৪-৩৯৬
এম্ব্রা গ্রিসিয়া	৩৯৭-৩৯৯
এলিয়াম সেপা	৪০০-৪০১
এলো	৪০২-৪০৪
ইগ্নেশিয়া	৪০৫-৪০৭
ইপিকাকুয়েনা	৪০৮-৪১০
ইথুজা সিনাপিয়াম	৪১১-৪১২
ওপিয়াম	৪১৩-৪১৫
ক্যামোমিলা	৪১৬-৪১৮
কুপ্রাম মেটালিকাম	৪১৯-৪২১
কলসিকাম অটামনেল	৪২২-৪২৫
ক্যাম্ফোরা অফিসেনেরাম	৪২৬-৪২৮
ক্যাপসিকাম	৪২৯-৪৩০
চেলিডোনিয়াম	৪৩১-৪৩৩
চায়না	৪৩৪-৪৩৫
জেলসিমিয়াম নিটিডাম	৪৩৬-৪৩৮
বেলেডোনা	৪৩৯-৪৪২
ব্রায়োনিয়া এলবাম	৪৪৩-৪৪৪
ব্যাপ্টিশিয়া টিংকটোরিয়া	৪৪৫-৪৪৬
ভিরেট্রাম এলবাম	৪৪৭-৪৪৯
নাক্স ভমিকা	৪৫০-৪৫২
পালসেটিলা	৪৫৩-৪৫৭
রাসটক্স	৪৫৮-৪৬০
ল্যাক ভ্যাক্সিনাম ডিফ্লোরেটাম	৪৬১-৪৬৩
স্ট্রামোনিয়াম	৪৬৪-৪৬৬
সিনা	৪৬৭-৪৬৯
স্যাঙ্গুইনেরিয়া ক্যানাডেনসিস	৪৭০-৪৭২
স্যাবাইনা	৪৭৩-৪৭৪
সেলেনিয়াম	৪৭৫-৪৭৭
স্পঞ্জিয়া টোষ্টা	৪৭৮-৪৮০
হাইপেরিকাম	৪৮১-৪৮৪
হাইওসিয়েমাস নাইজার	৪৮৫-৪৮৭

প্রধান মায়াজমেটিক ঔষধ

Main Miajmatic Medicine

মায়াজম মানে রোগ বীজ। রোগের সৃষ্টি হয় রোগ বীজের কারণে। বীজ ছাড়া কোন কিছুর সৃষ্টি হতে পারে না। সেই জন্য রোগ বীজ হতে রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। হোমিওপ্যাথিতে ৩টি প্রধান রোগ বীজের কারণে রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে যথা– (১) সৌরিক রোগ বীজ (২) সাইকোটিক রোগ বীজ (৩) সিফিলিস রোগ বীজ। এছাড়াও অন্য একটি মায়াজম আছে। যার নাম টিউবার কুলার মায়াজম। একে অনেকে মিক্সড মায়াজম বলে। এ মায়াজমটি সোরা ও সিফিলিস মায়াজম একত্রে মিলিত হয়ে কোন রোগের সৃষ্টি হলে তাকে আমরা বলি টিউবার কুলার মায়াজমের রোগ। এছাড়াও মানব দেহে যে সমস্ত রোগ দেখা যায় তাহা প্রধান ৩টি মায়াজম দ্বারা সৃষ্টি হয়ে থাকে। যথা– (i) সৌরিক মায়াজমের রোগগুলি– সর্দি, কৃমি, কষ্টকর মল, পুরাতন উদরাময়, বুক ধড়ফড়ানি, দূরের জিনিস না দেখা, মাথা ব্যথা ইত্যাদি রোগ সমূহ দেখা দেয়। উক্ত রোগগুলি এন্টিসৌরিক ঔষধের দ্বারা চিকিৎসা করতে হয়। (ii) সাইকোটিক মায়াজমের রোগের কয়েকটি উদাহরণ– (১) মূত্র নালির সংকীর্ণতা, (২) মূত্র পাথরী, (৩) একশিরা, (৪) বসন্ত, (৫) মূত্রকষ্ট ইত্যাদি রোগ সমূহের সৃষ্টি হলে এন্টিসাইকোটিক ঔষধ সমূহের দ্বারা চিকিৎসা করতে হবে। (iii) সিফিলিস মায়াজমের কয়েকটি রোগের উদাহরণ যথা– (১) ক্যান্সার (২) বধিরতা (৩) তোতলামী (৪) অস্থির রোগসমূহ (৫) খর্বাকৃতি (৬) সেতী ইত্যাদি রোগ সমূহ দেখা দিলে এন্টিসিফিলিক ঔষধের দ্বারা চিকিৎসা চালাতে হবে।

প্রধান মায়াজমেটিক ঔষধের মধ্যে কোনটিতে ৪ (চার) টি মায়াজমের লক্ষণ বর্তমান থাকে আবার কোন কোনটিতে ৩টি মায়াজমের রোগের লক্ষণ বর্তমান থাকে। তাই উক্ত ঔধগুলোর মধ্যে একটি ঔষধে রোগীর সমস্ত রোগগুলো ভালো করতে সক্ষম বা একাধিক ঔষধেরও প্রয়াজন হতে পারে। তাই প্রতিটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের মায়াজম জানতে হবে। হোমিওপ্যাথিতে সোরা মায়াজমের রোগ, সিফিলিস মায়াজমের রোগ এবং সাইকোটিক মায়াজমের রোগ আলাদা আলাদাভাবে দেহে অবস্থান করে। এইজন্য জানা দরকার যে মায়াজম কিভাবে দেহে ঢুকে। ঢুকার পর কিভাবে রোগের সৃষ্টি হয়। এসব জানার জন্য আমার লেখা "হোমিওপ্যাথিতে মায়াজমেটিক চিকিৎসা পদ্ধতি"র বইটি পড়লে মায়াজম সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। এছাড়াও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– কোনটি রোগের লক্ষণ আর কোনটি রোগীর লক্ষণ তা আলাদা করার কৌশল ডাক্তারের অবশ্যই জানা থাকতে হবে। হোমিওপ্যাথিতে রোগীর লক্ষণ এবং রোগের লক্ষণ জানা থাকলেই রোগীকে সফলভাবে ঔষধ দেয়া সম্ভব। নচেৎ রোগী ভালো হবে না।

- **হোমিওপাথিতে রোগীর লক্ষণ হলো–** রোগীর কাতরতা ও রোগীর মন। মনের লক্ষণ হলো আসল লক্ষণ। মনের লক্ষণ মিলিয়ে রোগীকে ঔষধ দিতে পারলে রোগী সম্পূর্ণ ভালো হয়।
- **রোগীর কাছে শীত কেমন লাগে:**
  রোগী শীতের সময়ে তার দেহের অবস্থা কেমন হয়। অনেকে বলে শীতের দিনে আমার শীতের ঠান্ডা মোটেই সহ্য হয় না। শীতের দিনে আমি প্রতিদিন গোসল করি না। করলে গরম পানি দিয়ে করি। শীতে আমার সর্দি, কাশি ও শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। অন্য এক প্রকৃতির রোগী আছে তারা বলে শীতের দিনে কোন রোগের লক্ষণই দেখা যায় না। আমার কাছে শীত খুব ভালো লাগে।

- **রোগীর কাছে গরম কেমন লাগে:**
  অনেক রোগী বলে আমার কাছে গরম মোটেই সহ্য হয় না। গরমে আমার দেহ থেকে ঘাম টপ, টপ করে পড়ে। গরমের দিনে ২/৩ বার গোসল করতে হয়। আমার কাছে ঠান্ডা বা ঠান্ডা স্থানে থাকতে ভালো লাগে। আবার অনেক রোগী আছে তারা বলে, গরম আমার কাছে ভালো লাগে। গরমের দিনে আমার কোন অসুবিধা হয় না।

- **রোগীর কাছে বর্ষা বা বর্ষাকাল কেমন লাগে:**
  অনেক রোগী আছে তারা বলে, আমার গায়ে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়লেই আমার জ্বর উঠে। বৃষ্টিতে ভিজলে আমার ঠান্ডা লাগে। পুকুরের পানিতে গোসল করতে নামলে প্রস্রাবের বেগ আসে। কচু শাক, কচুর লতি খেলে গলা চুলকায়। পুঁইশাক, কলমি শাক খেলে গা চুলকায়। বৃষ্টির দিলে কাদা পানিতে হাঁটলে আঙ্গুলের ফাঁকে ঘা হয়।

কাতরতা ও মনের লক্ষণ মিলিয়ে ঔষধ দিতে পারলে রোগী অবশ্যই ভালো হবে। কাতরতা না মিললেও মনের লক্ষণ বের করতে পারলে ঐ লক্ষণে ঔষধ দিতে পারলে রোগী অবশ্যই আরোগ্য লাভ করবে। উক্ত লক্ষণগুলিকে রোগীর লক্ষণ বলা হয়ে থাকে।

আর্সেনিকাম আয়োডেটাম

Arsenicum Iodatum

➢ **আর্সেনিক আয়োডেটাম ঔষধটির রোগী দেখতে কেমন:**

মুখটা শীতল থাকে, ঠোঁট দু'টি লাল, চোখের চারিদিকে নীল দাগ পড়ে, মাটির মত মুখমন্ডল আবার মুখমন্ডল লাল বর্ণ দেখায়, মুখ হলুদ বর্ণ দাগ-দাগ রুগ্ন দৃষ্টি, ক্ষুধা বেশি থাকে, অনেক সময় রাক্ষুসে ক্ষুধা থাকে, আবার ক্ষুধা একেবারেই থাকে না। মুখে পানি উঠে।

➢ **এ ঔষধের রোগীর স্বভাবটি কেমন :**

এ রোগের কতকগুলি রোগী আর্সেনিকের ন্যায় ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না। আবার অন্য কতকগুলি রোগী আয়োডিনের ন্যায় গরমে বৃদ্ধি দেখা দেয়। অর্থাৎ গরম সহ্য করতে পারে না। আর্স-আয়োডে রোগীরা ঠান্ডা ও গরম কোনটাই সহ্য করতে পারে না। ঠান্ডা বাতাস ও ভেজা ঠান্ডা আবহাওয়ায় এদের রোগগুলি বৃদ্ধি পায়। ইহার রোগীদের সব সময় ঠান্ডা লাগে। ঠান্ডা লাগলেই সর্দিজ রোগগুলি দেখা দেয়। এ রোগটিতে আর্সেনিক সদৃশ বাহিরের ও ভিতরের শোথ নিবারণ করে। তিনি আয়োডিনের ন্যায় ক্ষুধার্ত হলে খারাপ বোধ করে এবং খেলে ভালো লাগে। যক্ষ্মা রোগগ্রস্থ রোগী দিন দিন শুকাতে থাকে এবং ওজন কমতে থাকে। শিশু রোগীরাও শুকাতে থাকে। আর্স-আয়োডের রোগীরা সামান্য শারীরিক পরিশ্রমে অত্যন্ত কষ্ট পেতে থাকে।

➢ **আর্স-আয়োড ঔষধের রোগীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ:**

আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক যন্ত্রাদিতে জ্বালা ও পক্ষাঘাতিক বেদনা চিমটি কাটার ন্যায়, সূচীবিদ্যবৎ এবং ছিন্নকর বেদনা আয়োডিনের ন্যায় বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন কম্পন, নাড়ী দ্রুত, কঠিন, সবিরাম ও অনিয়মিত। আর্সেনিকের ন্যায় জ্বালা একটি বিশেষ লক্ষণ। খোলা বাতাসে ভালো থাকে। গরম ঘরে বাড়ে। আহারের পর উপশম, ক্ষুধার্ত হলে বৃদ্ধি, নাসিকার শুষ্কতা এবং নাক হতে রক্ত পড়ে, ঘ্রাণশক্তি নষ্ট হয়, সকালে মুখে শ্লেষ্মা জড়ায়ে থাকে, দুর্বলতা, জীবনীশক্তি কাজ না করার ন্যায় দুর্বলতা, সকালে উপরে উঠার ন্যায় পরিশ্রম করলে, মহিলাদের ঋতুকালে, হাঁটতে গেলে বুঝা যায়, অবিরাম বমন, উদরাময়ের সাথে বমন, হলদে পানির মত বমন করে।

▪ আর্সেনিকাম আয়োডেটাম ▪

➢ **আর্স-আয়োড ঔষধটির রোগীর মনের লক্ষণঃ**

আর্স-আয়োড ঔষধটির রোগীর একেবারে ধৈর্য-নাই, সে সর্বদাই ব্যস্ত থাকে। সে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় এবং নিজের সুখ সম্বন্ধে উদাসীন থাকে। কাজ-কর্মে কোন আগ্রহই থাকে না। মনে হয় সে যেন মাতাল হতে চলেছে। সে প্রায়ই উত্তেজিত অবস্থায় থাকে। মানসিক পরিশ্রমে তার অনেক লক্ষণই বৃদ্ধি হয়। মানসিক দুর্বলতা প্রায় বিদ্যমান থাকে। যেমন– পাগল হওয়ার ভয়, দুর্ভাগ্য দেখা দেয়ার ভয়, লোকের ভয়, সে সাধারনতঃ ভীতু হয়। তার ধৈর্য্য একেবারেই থাকে না। সে সর্বদাই ব্যস্ত থাকে। সে নিকট আত্মীয়দের সম্বন্ধে উদাসীন থাকে। রোগ দেখা দিলে তার রাগ উঠে। কারো প্রশ্নের উত্তর দেয় না। অস্থিরতা ও ভয় থাকে প্রচুর। রোগ যন্ত্রণা গরম ঘরে বৃদ্ধি দেখা দেয়। মনের অবস্থা ঘন ঘন বদলায়।

মায়াজম ভিত্তিক মনের লক্ষণ পৃথকীকরণ করা হলোঃ

➢ **আর্স-আয়োড ঔষধটির সোরিক মায়াজমের মনের লক্ষণ আলাদা করা হলোঃ**

১। পাগল হওয়ার ভয়, দুর্ভাগ্য দেখা দেয়ার ভয়।
২। লোকের ভয়, সে সাধারনতঃ ভীতু হয়।
৩। তার ধৈর্য্য একেবারেই থাকে না।
৪। সে সর্বদা ব্যস্ত থাকে।

➢ **আর্স-আয়োড ঔষধটির সিফিলিস মায়াজমের মনের লক্ষণ আলাদা করা হলোঃ**

১। সে যেন মাতাল হতে চলেছে।
২। রোগ দেখা দিলে তার রাগ উঠে।
৩। কারো প্রশ্নের উত্তর দেয় না।
৪। রোগ যন্ত্রণা গরম ঘরে বৃদ্ধি দেখা দেয়।

➢ **আর্স-আয়োড ঔষধটির সাইকোটিক মায়াজমের মনের লক্ষণ আলাদা করা হলোঃ**

১। সে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং নিজের সুখ সম্বন্ধে উদাসীন থাকে।
২। কাজ-কর্মে কোন আগ্রহই থাকে না।
৩। মানসিক দুর্বলতা প্রায়ই বিদ্যমান থাকে।

➢ **আর্স-আয়োড ঔষধটির টিউবারকুলার মায়াজমের মনের লক্ষণ আলাদা হলোঃ**

১। সে সর্বদাই ব্যস্ত থাকে।
২। মানসিক পরিশ্রমে তার অনেক রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি পায়।
৩। অস্থিরতা ও ভয় থাকে প্রচুর।
৪। সে নিকট আত্মীয়দের সম্বন্ধে উদাসীন থাকে।
৫। মনের অবস্থা ঘন ঘন বদলায়।

▪ আর্সেনিকাম আয়োডেটাম ▪

➢ **আর্স-আয়োড ঔষধটিতে সোরিক মায়াজমের রোগের যে লক্ষণগুলি দেখা যায় তা উল্লেখ করা হলো:**

গোসল করলে রোগ বাড়ে, গোসল করলে সর্দি লাগে, ইহার রোগগুলি ঠান্ডায় বাড়ে, ক্ষুধার্ত হলে খারাপ বোধ করে, আহারের পর সুস্থ বোধ করে, চক্ষুর পাতা নর্তণ। মুখের ও নাকের উপর উদ্ভেদ প্রকাশ পায়। বয়ব্রন, একজিমা, পুঁজহীন ফুসকুড়ি, পুঁজযুক্ত ফুসকুড়ি, রুগ্ন ও বৃদ্ধের মত মুখভাব। মুখ-মন্ডলে বেদনা, ক্ষুধা বা রাক্ষুসে ক্ষুধা। খাওয়ার আগ্রহ বৃদ্ধি। অম্ল উদগার, মুখে পানি উঠে, খাদ্যে অপ্রবৃত্তি। আহারের পর বমি বমি ভাব। পাকস্থলীতে জ্বালা, কর্তনবৎ ব্যাথা। অদম্য পিপাসা থাকে, ভয়ানক কষ্টদায়ক কোষ্ঠবদ্ধতা, পর্যায়ক্রমে উদরাময়, আহারের পর উদরাময় দেখা দেয়, মল হাজাকার, গুহ্যদারে চুলকানী, মলত্যাগের পর গুহ্যদ্বারে জ্বালা, লিঙ্গ এবং লিঙ্গমুন্ডে চুলকানী, জননেন্দ্রীয়ে ঘর্ম ও শুক্রক্ষরণ, নিম্নাঙ্গের উরুতে, হাঁটুতে টানিয়া ধরার মত অনুভূতি, হাত-পা ও পদতলে শোথজনিত স্ফীতি, হস্তদ্বয় ও নিম্নাঙ্গের কম্পন। জ্বালা যুক্ত চর্ম, চর্ম হলুদ বর্ণের ন্যায় দেখায়, চর্মের উপর নানা জাতীয় উদ্ভেদ, ফোড়া, পুঁজবটি, আইসবৎ উদ্ভেদ, আর্দ্র উদ্ভেদ, একজিমা, আমবাত, চুলকানী ও জ্বালা।

➢ **আর্স-আয়োড ঔষধটিতে সিফিলিস মায়াজমের কোন কোন রোগ লক্ষণ দেখা যায়:**

আর্স-আয়োড ঔষধটি ক্যান্সার রোগে বেশি ব্যবহার হয়। ইহার রোগগুলি গরমে বৃদ্ধি হয়। সিফিলিস জনিত শীরপীড়া, সন্ধ্যাকালে কপালে বেদনা, চক্ষুর উপরীভাগে বেদনা, নাকের গোড়ায় বেদনা, মস্তকের পশ্চাতে, মস্তকের উভয় পার্শ্বে, মস্তক শীর্ষে বেদনা, কর্ণস্রাব ক্ষতকর, দুর্গন্ধ পুঁজ, কানে ভন ভন শব্দ, গুন গুন শব্দ, ঘন্টা ধ্বনির ন্যায় শব্দ, মধ্য কর্নের সর্দি, কর্ণে বেদনা, কনকনানী, কান বুঝিয়া যায়, নাসিকায় বেদনা, ঘ্রানশক্তি নষ্ট হওয়া, অত্যন্ত হাঁচি, নাকের মধ্যে ক্ষত, মুখে দুর্গন্ধ, এমনকি পঁচা গন্ধ, মাড়িতে বেদনা, জিহ্বায় ক্ষতবৎ বেদনা ও জ্বালা, লালাস্রাব, কথা জড়াইয়া যায়, স্বাদ বিকৃত হয়, তিতা, পচাটে লবণাক্ত, গলায় পর্দার সৃষ্টি হয়, গলমধ্যে জ্বালা, সর্বদা গলায় খেকনা দেয়, গিলতে কষ্ট, গলা স্ফীত, সিফিলিস জনিত গলায় ক্ষত, দুর্গন্ধ অধবায়ু, লিঙ্গের উপর ক্ষত এবং তদরূপ ক্ষতের সাথে বাগী, জরায়ুতে ক্যান্সার রোগের বৃদ্ধি নিবারণ করে, জ্বালা ও দুর্গন্ধ দুরীভূত করে এবং ক্ষত আরোগ্য করে। সিফিলিস জনিত উদ্ভেদ বাহ্যিক চিকিৎসায় চাপা পড়লে যদি লক্ষণ মিলে তবে এ ঔষধে আরোগ্য করে। ক্যান্সার সদৃশ ক্ষত, কঠিনতা যুক্ত ক্ষত ও পুঁজস্রাবী ক্ষত, ক্ষতকর বেদনা, সিফিলিস জনিত ক্ষত আরোগ্য করে।

▪ আর্সেনিকাম আয়োডেটাম ▪

➢ **আর্স-আয়োড ঔষধটিতে সাইকোটিক মায়াজমের কোন কোন রোগ লক্ষণ দেখা যায় তা:**

বৃক্করোগ (কিডনী) এবং কৌষিক অর্বুধ আরোগ্য করে। গ্রন্থিগুলি কঠিন, স্ফীতি হয়। আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রদাহ দেখা দেয়। ব্যথিত পার্শ্বে চেপে শুইলে লক্ষণগুলি বাড়ে। ঋতুকালে খারাপ বোধ করে, চলাফেরা করলে বাড়ে, গ্রন্থিগুলিতে বেদনা, অন্ত্র, যকৃত ও প্লিহাতে প্রদাহ। ইহাতে যকৃতের অনেক প্রকার উপসর্গ আছে, আহারের পর, ঋতুস্রাবকালে, মলত্যাগ কালে, পেটে বেদনা, বাহ্যিক উত্তাপে উপশম, আমাশয়ে, রক্তাক্ত আমাশয়ে মলত্যাগ কালে কুন্থন, অশ্ববলি বের হয়। এ ঔষধে ডিম্বকোষের বৃদ্ধি এবং কঠিনতা আরোগ্য করে। ডিম্বকোষের প্রদাহ নিবারণ করে। ঋতু লোপ অথবা ঋতুবন্ধ, প্রচুর, পুনঃপুনঃ বিলম্বিত যন্ত্রনাদায়ক এবং স্বল্পকাল-স্থায়ী ঋতুস্রাব, জরায়ুতে রক্তস্রাব, ডিম্বকোষে বেদনা (ডানদিকে), ডিম্বকোষ এবং জননেন্দ্রিয়ে ক্ষতবৎ এবং থেতলানোবৎ যন্ত্রণা, জরায়ু নির্গমন, ডিম্বকোষের স্ফীতি। এ ঔষধ ডিম্বকোষের ও অর্বুধের বৃদ্ধি নিবারণ করে।

➢ **আর্স-আয়োড ঔষধটির টিউবারকুলার মায়াজমের রোগ লক্ষণগুলো উল্লেখ করা হলো:**

ঠান্ডা বাতাস, ভিজে আবহাওয়ায় ও গরমে এ ঔষধের রোগগুলি বৃদ্ধি পায়। ঠান্ডা লাগলে সর্দিজ রোগগুলি দেখা দেয়। রোগীর মাংস ক্ষয় হয়ে ওজন কমতে থাকে। সামান্য পরিশ্রমে শারীরিক রোগগুলি বৃদ্ধি পায়। সহজে অশ্রুস্রাব, ঠান্ডায় বৃদ্ধি। চক্ষু গোলকে কর্তনবৎ বেদনা। নাসিকার সর্দি, প্রচুর এবং ক্ষতকর, সবুজাব পুঁজ হয়। ঘন হলদে অথবা হলদে স্রাব, মধুর ন্যায় স্রাব, জলবৎ সর্দি, খোলা বাতাসে কাশির সাথে সর্দি, নিম্ন চোয়ালের গ্রন্থিস্ফীতি, চোয়ালের নিকটবর্তী স্ফীতি, মুখমন্ডলের আকুঞ্চন। মুখের মধ্যে উপক্ষত, মাড়ি হতে সহজে রক্তপাত হয় এবং জিহ্বা ফাটা ফাটা থাকে। জিহ্বায় সাদা সাদা লেপ, মুখ, জিহ্বা রাত্রিকালে নিদ্রার মধ্যে শুষ্ক হয়, অবিরাম বমন, উদরাময়ের সাথে বমন। পানি পানের পর বমন, আহারের পর, দুগ্ধ পানের পর বমন, পিত্তবমন, রক্ত বমন, খাদ্যবস্তু বমন, আহারের পর উদরাময়ের সাথে বমন, হরিদ্রাবর্ণ পানির মত বমন।

আর্স-আয়োড ঔষধটিতে ৪টি মায়াজমের লক্ষণ আছে। উপরে সেগুলো ভিন্নভাবে দেখানো হয়েছে।

আর্স-আয়োড ঔষধটির সাথে অন্যান্য ঔষধের তুলনা

➢ **আর্স-আয়োড ও টিউবার কুলিনাম ঔষধের সাথে তুলনা:**
দুইটি ঔষধই উভয় কাতর। ২টি ঔষধের রোগীদের ঔষধজ রোগ কমতে থাকে। দুইটি ঔষধের রোগীর ঠোঁটগুলো লাল থাকে। আর্স-আয়োডের রোগী গোসল করলে তার চুলকানির বৃদ্ধি ঘটে। চর্মের উপর লাল লাল উদ্ভেদ, আর্দ্র উদ্ভেদ, একজিমা, আমবাত, চুলকানীতে জ্বালা করে, লিঙ্গমুন্ডে চুলকানীযুক্ত উদ্ভেদ, টিউবার কুলিনামের রোগীর রৌদ্রে কাজ করলে চামড়া পুড়ে কালো হয়ে যায় এবং নতুন চামড়া উঠে এবং টিউবার কুলিনামের চর্মরোগে আগুনের তাপ দিলে ভালো লাগে।

➢ **আর্স-আয়োড ও প্রেট্রোলিয়ামের সাথে তুলনা:**
আর্স-আয়োড ঔষধ উভয় কাতর। প্রেট্রোলিয়াম ঔষধটি শীতকাতর। ক্ষুধা সহ্য হয় না, ক্ষুধা লাগলে পেট ব্যথা দেখা দেয় অন্যদিকে প্রেট্রোলিয়াম ঔষধটিতে ক্ষুধায় কষ্ট দেখা দেয়। ২টি ঔষধের রোগী ক্ষুধা লাগলে খেলে উপশম বোধ করে।

➢ **আর্স-আয়োড ও সালফারের সাথে তুলনা:**
সালফার ও আর্স-আয়োড উভয় ঔষধই শীতকাতর, সালফারের রোগী শীতের দিনে গোসল করতে একেবারেই অনিহা থাকে। শীতে আগুন পোহাতে চায় এবং রৌদ্রের গরমে আরাম লাগে। আক্রান্ত স্থানে গরম সেক দিলে আরাম লাগে। অপরদিকে আর্স-আয়োড গোসল করলে রোগের বৃদ্ধি ঘটে। গোসল করলে সর্দি লাগে এবং অন্যান্য রোগগুলোর বৃদ্ধি ঘটে।

➢ **আর্স-আয়োড ও গ্রাফাইটিসের তুলনা:**
আর্স-আয়োড উভয় কাতর ও গ্রাফাইটিস ঔষধটি শীতকাতর। ২টি ঔষধের রোগী ক্ষুধা সহ্য করতে পারে না। গ্রাফাইটিস রোগীর ক্ষুধা লাগলে পেট ব্যথা, পেট জ্বালা শুরু হয়। খেলেই জ্বালা ও ব্যথার নিবারন হয়। ক্ষুধা একেবারেই সহ্য হয় না।

➢ **আর্সেনিকাম আয়োডেটামের বৃদ্ধি:**
সকালে, বিকালে, সন্ধ্যায়, রাতে এবং মধ্যরাত্রির পর দেখা দেয়। গোসল করলে সর্দি লাগে, ঠান্ডা, গরম ও ভিজা আবহাওয়া কোনটাই সহ্য করতে পারে না।

➢ **আর্সেনিকাম-আয়োডেটামের হ্রাস:**
খোলা বাতাস চায়, জানালা খোলা রাখলে আরাম, ক্ষুধার পর খেলে ভালো লাগে।